আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

লেকচারটিতে শাইখ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সন্তুষ্ট করা এবং মৃত্যুর পর তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্যে নিজেদের কিভাবে তৈরি করতে হবে সে ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট হচ্ছে- ইবাদাত রাসুলের (সা) সুন্নাহ অনুযায়ী করা ও কেবল আল্লাহর জন্যেই করা, বেশি বেশি ইস্তিগফার ও সিজদাহ করা, আল্লাহর ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি...

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমার ভাই ও বোনেরা, আমাদের সকলের আল্লাহ (সুবঃ) এর ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ যদি আমরা এই পৃথিবীতে এবং তার পরবর্তীতে অর্থপূর্ণ কিছু অর্জন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে- যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে আমরা ফিরে যাব!

একজন বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী এর মধ্যে অনেক পার্থক্য। তার মধ্যে একটি হচ্ছে- একজন বিশ্বাসী সবসময় জানে সে কোথায় তার মাথাকে নত করছে। সে সবসময় সচেতন যে তাকে একদিন তাঁর সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।

তোমাদের প্রত্যেকেই, একদিন, তাঁর পালনকর্তার সাথে কথা বলবে, কোন অন্তরায় ছাড়া, ব্যাখ্যা করার জন্য কেউ থাকবে না এবং আরও...[1]

সেদিন আপনি ঠিক ধরতে পারবেন আপনার পালনকর্তা কি বলছেন এবং আপনাকে তাঁর উত্তর দিতে হবে! আল্লাহ (সুবঃ) সেই দিনটিকে একটি সুন্দর দিন, সর্বোত্তম দিনগুলোর মধ্যে একটি দিন বানিয়ে দিন। আসলে, একজন বিশ্বাসীর পাবার মত সবচেয়ে সুন্দর উপহারগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহর (সুবঃ) দিকে তাকাতে সক্ষম হওয়া এবং তাঁর সাথে কথা বলা যিনি সৃষ্টি করেছেন- এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় উপহারগুলোর একটি! আমাদের প্রত্যেককেই সেই দিনের জন্য আগ্রহের সাথে প্রতীক্ষা করা উচিত।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে যে, কিভাবে সেই দিনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে যেদিন আমি আমার সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করব? আজকালকার দিনে আমরা উত্তেজিত হয়ে যাই যদি আমাদের কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ প্রয়োজন হয়। আমরা সম্ভবত নিশ্চিত করবো যাতে তারা আমাদের কোন খুঁত প্রকাশ হতে না দেখে। এরই সাথে হয়ত আমরা কোন সুগন্ধি (পারফিউম) ব্যবহার করতে চাইব- যেটা এমন আকর্ষণীয় কিছু হয় যাতে সেই মানুষকে আমাদের হতে দূরে সরিয়ে না নিয়ে যায়। যদি আপনার কোন সাক্ষাৎ থাকে কোন বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে

1

অথবা এমন কেউ যাকে আপনি চান, আপনি নিশ্চিত করবেন যাতে আপনাকে অসম্মানিত হতে না হয়।

আর এইসবগুলোর থেকে অনেক বড় কিছু হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলা। আমরা অসম্মানের পাত্র হতে চাই না, আমরা এমন কেউ হতে চাই না যার সাথে আল্লাহ (সুবঃ) সাক্ষাৎ করতে চাইবেন না! আর এই কারনে মুহাম্মাদ (সা) বলেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে প্রতীক্ষা করে কিংবা তা করতে ভালবাসে, আল্লাহ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসেন।[2]

তাই যদি আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসি এবং সেটার জন্যে প্রতীক্ষা করি, আল্লাহও (সুবঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসবেন! চমৎকার! যদিও আল্লাহর আমাদেরকে প্রয়োজন নেই, একেবারেই নেই; তবুও তিনি এমন কারো সাথে দেখা করতে চাইবেন যে তাঁর সাথে সাক্ষাৎের জন্যে আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করে! আর এই কারণে কুর'আনে কয়েক স্থানে আল্লাহ (সুবঃ) ব্যাখ্যা করেছেন সেজন্যে আমাদের কি করতে হবে। আপনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী?

2

▪ বিদ'আত পরিহারঃ

"তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ (সুবঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তাকে প্রাথমিক দুটি শর্ত পূরণ নিশ্চিত করতে হবে, তাকে ভাল কাজ করতে হবে"[3]

মুফাসসিরিন এবং উলামাগণ এই আয়াতটি সম্পর্কে বলেছেনঃ *'আল আমাল* বলতে কোন কাজকে বোঝায়, আর *আল আমালুস সালিহ* হচ্ছে এমন কোন কাজ যেটা মুহাম্মাদ (সা) শিখিয়েছেন। যখন আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করবেন, নিজের থেকে কোন ইবাদাতের নতুন কোন উপায় আবিস্কার বা তৈরি করবেন না! নাহ! আল্লাহ আপনার নিকট কাউকে পাঠিয়েছেন শিখাতে যে তিনি কিভাবে চান তাঁর ইবাদাত করা হোক। সুতরাং সেটাতেই অটল থাকুন। যখন আপনি আপনার সালাত আদায় করবেন, নিশ্চিত করুন যে আপনি তা এমন উপায়ে/পদ্ধতিতে আদায় করছেন যা আল্লাহ ভালবাসবেন, যেটা আল্লাহ শিখিয়েছেন এবং এটাই হচ্ছে রাসুল (সা) কর্তৃক আমাদেরকে শেখানো পদ্ধতি, সেই আল্লাহর (সুব) রাসুল, যাকে (আল্লাহকে) আমরা সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করি!

সুতরাং, আমার ভাই ও বোনেরা, নিজেদেরকে উদ্ভাবন (বিদ'আত) হতে রক্ষা করুন। যখন ইবাদাতের কোন কাজ করছেন, সেটা করুন এমন উপায়ে যেটা মুহাম্মাদ (সা) শিখিয়েছেন। অতঃপর, আপনি প্রস্তুত হতে থাকবেন সেই দিনের জন্যে যেদিন আপনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। একেবারে সোজা সরল ব্যাপার।

▪ ইবাদাতগুলো কেবল আল্লাহর জন্যেই করাঃ

একইভাবে আল্লাহ বলেন, যদি আপনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্যে আগ্রহী হয়ে থাকেন, ইবাদাতগুলো বিশুদ্ধ এবং রাসুল (সা) এর শিক্ষা অনুসারে করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে নিশ্চিত করুন যে **আপনি ইবাদাতের কোন কাজই আল্লাহ সুব'হানা'ওয়া'তাআলা বাদে অন্য কিছু বা অন্য কারো জন্য করবেন না।** আল্লাহর ইবাদাত শুধুমাত্র তাঁরই জন্যে।

3

ইবাদাতের কোন কাজ একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র তাঁর জন্যেই করা হয়, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনাকে সৃষ্টি করেছেন!

যখন আমি জমিনে আমার মাথা নত করি, তা একনিষ্ঠভাবে শুধু আমার সৃষ্টিকর্তার জন্যে, আর কারো জন্যে নয়! যখন আমি সাধারনভাবে খুশির জন্যে প্রার্থনা করি, আরোগ্যের জন্যে প্রার্থনা করি, ভাল কিছুর জন্যে প্রার্থনা করি- এই পৃথিবীতে এবং তাঁর পরবর্তীতে, আমি চাইব আল্লাহর কাছে, শুধুমাত্র তাঁরই কাছে। যদি আল্লাহ কোন মানুষকে কোন উপায়ে আমাকে সাহায্য করার সক্ষমতা দান করেন, শারীরিক সক্ষমতা- যা আমি আমার চোখের সাহায্যে দেখতে পারি, সেক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার পর আমি তার কাছে চাইতে পারি, 'ভাই আপনি কি আমাকে ১০ পাউন্ড দিতে পারবেন?" কারণ আমি জানি তাঁর কাছে ১০০ পাউন্ড আছে। আর এটা হচ্ছে বাহ্যিক কিছু, যেটা চোখের দ্বারা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের কেউ একে অপরের সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রন করে না; আমাদেরকে জানতে হবে, এগুলো আল্লাহ (সুব) এর পক্ষ থেকে। উত্তম, সৌভাগ্য, সাধারণ বারাকাহ, অনুগ্রহ, রিযিক-এগুলো সবই আল্লাহ (সুব) এর পক্ষ থেকে। তাই, আমি যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চাই এবং যদি আমি চাই সেইদিনের জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিতে যেদিন আমি আমার নিজের সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাত করব, আমাকে ইবাদাতের কাজগুলো নিরঙ্কুশভাবে এবং শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যই করতে হবে এবং সেটা মুহাম্মাদ (সা) এর শিক্ষা অনুসারে।

আর এটা হচ্ছে প্রাথমিক, আমি নিশ্চিত আমরা শুনেছি এবং বুঝেছি, কিন্তু এটা অনুশীলন করা মোটেও সহজ নয়। কারণ প্রতিদিন শয়তান বিভিন্নরূপে আমাদের নিকট আসবে, বিভিন্ন ধরনের বার্তা আমাদের নিকট আসবে। সোজা কথায়, শয়তান আমাদেরকে আল্লাহর (সুব) শিখানো, মুহাম্মাদ (সা) এর শিখানো উত্তম (কাজ/পথ) হতে ফেরাবার চেষ্টা করে। কিছু কিছু মানুষ থাকবে যারা আল্লাহর ইবাদাতের পদ্ধতিতে নতুন নতুন জিনিস যোগ করবে, কিছু জিনিস বিয়োগ করবে; আমাদেরকে জানতে হবে যে আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে পুরোপুরি আল্লাহকে (সুব) সন্তুষ্ট করার জন্যে। এটাই আমাদের যুদ্ধ।

- ## কাথরাতুল ইস্তিগফারঃ

আর আমাদের আরও শিখানো হয়েছে যে যদি আমরা আল্লাহর (সুব) সাথে সাক্ষাত করতে চাই, তার একটি উপায় হচ্ছে ‘কাথরাতুল ইস্তিগফার’ *অর্থাৎ ঘন ঘন ইস্তিগফার করা।* আল্লাহর কাছে অনেক বেশি করে ক্ষমা চান। এক মুহূর্তের জন্যেও ভাববেন না যে আমি তো আজকে পাপ করিনি, তাহলে কেন আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে, যেখানে আমি কোন ভুলই করিনি?! আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা এমন এক পরিবেশে বাস করি যেখানে দুই ধরণের পাপ রয়েছে- বড় (কবিরা গুনাহ) এবং ছোট (সগিরা গুনাহ); কিছু কিছু ছোট পাপ আমরা এমনকি না জেনেই করে থাকি! আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুক। আল্লাহ আমাদের সচেতন করে তুলুক।

এই জন্যে, ‘তাকওয়া’ শব্দটি বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা হয়। আরবি ভাষায় এটা সহজ, কিন্তু এটিকে ইংরেজিতে আনার চেষ্টা করুন। এটা ব্যাখ্যা করা অনেক কঠিন। কিছু লোক বলে এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভয়, কেউ বলে এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি সচেতনতা, আর এর গভীর বিশ্লেষণ আপনার এবং আল্লাহর মাঝে একটি দেওয়াল তৈরি করে দেয়- আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং তাঁর নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। এটা বিশেষ কিছু। আমাদেরকে বুঝতে হবে, একটি শক্তিশালি শব্দ-তাকওয়া; তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হওয়া, আল্লাহর প্রতি সচেতন হতে সক্ষম হওয়া, আল্লাহর ক্ষমা চাইতে সক্ষম হওয়া এবং তাঁর কাছে অনেক কিছুর ব্যাপার সচেতন হতে চাওয়া।

আমরা কয়েকদিন আগে রোজা রেখেছি এবং আমরা জানি যে রোজার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ বলেন,

> “এটা ফরয করা হয়েছে তোমাদের উপর যেমন করা হয়েছিল পূর্ববর্তীদের উপর *যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।*” [4]

আপনি খাবারের প্রতি সচেতন হন, আপনার অনুভূতির প্রতি সচেতন হন, তাদের প্রতি সচেতন হন যাদের সামর্থ্য নেই। আপনি সহানুভুতিতে পূর্ণ একজন মানুষ হন, (অসচ্ছল) মানুষদের নিকট পৌছাতে থাকেন সারা বছর ধরে, রমজানের পরের ১১ মাস ধরে।

---

[4]

আমরা জানি যে যদি আমরা এই সব ব্যাপারে সচেতন হতাম, এর মাধ্যমে এক সুন্দর উপায়ে আমরা সাহায্য পেতাম, আল্লাহ (সুব) এর নিকটতর হবার জন্যে। তাই আমি যদি আল্লাহ (সুব) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, দুটো বিষয় এক্ষেত্রে ঘটে; এক হল আমার করা পাপকাজগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং এগুলো মুছে যাবার সাথে সাথে আমি উপরের ধাপে উত্তীর্ণ হতে থাকি। কেই-বা এটা চায় না? আমার আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতার স্তর আরও উত্তম হতে থাকে, এবং আমি আমারই সৃষ্টিকর্তার নিকট আরও নিকটতর হয়ে উঠি, ইস্তেগফার এর মাধ্যমে। এর প্রমাণ হচ্ছে, সাহাবা (রা), মুহাম্মাদ (সা) এর সহচরগণ আমাদের নিকট পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন,

মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন, যদিও তা দরকার ছিল না, তিনি দিনে ৭০বারের বেশি ক্ষমা চাইতেন! এবং কিছু কিছু সময়, দিনে ১০০ বারের ও বেশি, তিনি বলতেন, হে আল্লাহ, আমায় ক্ষমা করে দাও।’[5]

আস্তাগফিরুল্লাহ! আমার ভাই ও বোনেরা, যখন আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, এক মুহূর্ত নিয়ে ভাবুন আপনি কি করছেন বা কি বলছেন। মাঝে মাঝে আমাদের নিকট শাইতান এসে ঠিকই আমাদের ১০০ বারের বেশি ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বলায়, কিন্তু চিন্তা না করেই (অনুধাবন না করেই) যে আমরা কি বলছি! যখন আমরা পাপ করি তখন আমরা পাপ করার মধ্যেই ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বলতে ব্যস্ত! এ থেকে বোঝা যায় যে আমরা সচেতন নই। প্রত্যেক সালাতের সালামের পর সুন্নাহ হচ্ছে- ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বলা, অন্তত তিনবার, অথবা দুইবার। সুবহানআল্লাহ! ‘হে আল্লাহ আমায় ক্ষমা করে দাও, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’ কিসের থেকে? ‘হে আল্লাহ আমি দুর্বল। আমি একজন মানুষ, যেগুলো আমি জানি, আর যেগুলো জানিনা (সব ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দাও)।

বড় (কবিরা) গুনাহ এর জন্যে নির্দিষ্ট ইস্তেগফার দরকার, যেটাকে ‘তাওবাহ’ বলা হয়। এটা হচ্ছে এমন উপায়ে অনুতপ্ত হওয়া যে আপনি আর ওই পাপে ফিরে যাব না। তবে এটা (তাওবাহ) বড় গুনাহ এর ক্ষেত্রে (অপরিহার্য), কিন্তু ছোট গুনাহ, আপনারা যেমন জানেন যে যদি আপনি কোন এক জুমুআ সঠিকভাবে আদায় করেন, সেই জুমুআ হতে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত সব

5

ছোট গুনাহগুলোর প্রায়শ্চিত হয়ে যায়[6]। সেগুলো চলে যায়- আল্লাহ (সুব) ক্ষমা করে দেন ।এটা বিশেষ কিছু, আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার। তাই আমি যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুতি নিতে চাই, আমাকে আল্লাহর নিকট প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, ১০০ বারেরও বেশি। কারণ রাসুল (সা), যিনি ছিলেন পবিত্র, তিনিই আল্লাহর নিকট অনেকবার ক্ষমা চাইতেন, সেখানে আমার একজন নাবির লেভেলের কাছে কোন অবস্থানই নেই! আমি আরও বহুত বহুত খারাপ, আমার সাথে তুলনাই চলে না! তাই আমার আরও অনেক বেশি ক্ষমা চাওয়া দরকার, কিন্তু কমপক্ষে অন্তত সুন্নাহটি পূর্ণ করা। আল্লাহ সুবহানা'ওয়া'তাআলা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। আমিন।

ভাই ও বোনেরা, চিন্তা করুন, বিচারের দিনে আল্লাহর উপস্থিতিতে যদি আমরা আগমন করি এবং আমাদের খাতায় অনেক ইস্তেগফার থাকে; আমরা জানি যে, আমাদের সবাইকে তখন নিজেদের (হিসাবের/আমলের) 'বই' দেওয়া হবে এবং (কল্পনা করুন যে) আপনার বইয়ে অনেক ইস্তিগফার আছে! রাসুল (সা) বলেছেনঃ

"তাদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর যাদের বইয়ে অনেক ইস্তিগফার রয়েছে।" [7]

চিন্তা করুন, আমি পাপকাজ করেছি, আমরা সবাই পাপ করেছি, জেনে এবং না জেনে, এবং আমরা কেবল বলেছি 'আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুক'। আমরা এটা বারবার বলতে থাকি- *আল্লাহ সুবহানা-ওয়া-তাআলা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। আমিন।* চিন্তা করুন যদি আমি আমার করা সকল গুনাহ নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হই, এবং তখন আমি আল্লাহ সুবহানা-ওয়া-তাআলার সামনে আমার সকল ইস্তিগফারসহ দাঁড়িয়ে; আপনি আমাকে বলুন, যখন আল্লাহ নিজেকে বলেছেন, 'গাফুর', 'রহীম', 'গাফফার'-চমৎকারভাবে আল্লাহ বলেছেন! তিনি বলেছেনঃ *'আমি খুবই ক্ষমাশীল।'*

গাফফার শব্দটা 'মুবালাগা' হিসেবে পরিচিত। যেখানে এর মানে কেবল ক্ষমা করাই নয় বরং এর মানে হচ্ছে 'ক্রমাগত ক্ষমা করা', আল্লাহ বলেছেন, 'আমি (ক্রমাগত) ক্ষমা করতে থাকি!'

6

7

সুবহানাআল্লাহ, ভাবুন, যদি আমি আসি বিচারের দিনে এবং আমার সাথে আল্লাহর কাছে করা অনেক 'ক্ষমাপ্রার্থনা' রয়েছে এবং আমার পাপগুলো রয়েছে, আপনি কি মনে করেন আল্লাহ, যিনি মহা ক্ষমাশীল, যিনি দেখেছেন যে আপনি আল্লাহর কাছে অনেকবার ক্ষমা চাচ্ছেন- সত্যিই, আপনাকে আশা রাখতে হবে! এবং এটা আমাকে পরবর্তী পয়েন্টে নিয়ে যায়।

- ## আল্লাহর সম্পর্কে ভাল ধারণা তৈরি করাঃ

যদি আপনি সুন্দরভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চান- তাহলে আশা রাখুন, আল্লাহর ক্ষমার উপর আশা রাখুন, কখনোই সে আশা হারাবেন না। আল্লাহর সম্পর্কে/ব্যাপারে আপনার ভেতর ভাল অনুভূতি ধারণ করুন, একটি হাদিসে কুদসি অনুসারে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেছেন আল্লাহর নিকট হতেঃ

"আমি আমার বান্দার সাথে সেভাবেই আচরণ করব সে আমাকে যেভাবে দেখবে [আমার সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা (perceive)করবে]।" [8]

সুতরাং আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলা কে 'গাফফার' হিসেবে দেখতে হবে, তবে একটি শর্ত আছে। সেই দেখা (perception) কখনোই আপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে পাপকাজ চালানোর হাতিয়ার হতে দেওয়া যাবে না। আর এমন আশা করা যাবে না- *'আচ্ছা, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেই দিবেন।'* আমরা জানি, কেউ কেউ কোনো পাপকাজ করেন এবং বলেন, *আল্লাহ তো গাফুরুর রহীম'। আমরা মসজিদে শুনেছি, 'আল্লাহ গাফুরুর রহীম'। আমাকে চালিয়ে যেতে দিন।* হোক সেটা জুয়া, ব্যভিচার, অথবা যাই হোক না কেন, অ্যালকোহল, ড্রাগ, রাত্রিজীবন এবং সব হারাম কাজ; প্রত্যেকবার যখন উনি খারাপ কাজ করছেন, উনি বলেন- *আমরা কেবলই শুনলাম যে তিনি 'গাফুরুর রহীম'!*

এটা ভয়াবহ কিছু এবং শাইতানের ফাঁদ, এবং এটা এমন যে আপনি বেশ বাজে এক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলা আমাদের ক্ষমা করুক।

8

যখন আপনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, সেই ব্যাপারে নিখাদ থাকুন, সৎ থাকুন, আন্তরিক হন আর আল্লাহর সম্পর্কে ধারণা তৈরি করুন যে সত্যিই তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন। আমাদের সামনে আর কোন পথ নেই, আল্লাহর ক্ষমায় আশা রাখা ব্যতিত। আপনি যদি সেই আশা ছেড়ে দেন, আপনার দরজা বন্ধ এবং আপনার রাস্তা বন্ধ। আপনাকে আল্লাহর ক্ষমায় আশা রাখতে হবে, আর এটাই আমাদের জীবন্ত রাখবে সেই দিন, যেদিন আমি আমার মৃত্যু-বিছানায় থাকবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম মৃত্যু প্রদান করুন। সেই দিন, যেদিন আমি আমার মৃত্যু-বিছানায় থাকবো, আমি কি আশা করব? আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্যে প্রতীক্ষা করব, আমার আর কোন বিকল্প নেই। আমাকে বলতে হবে, 'হে আল্লাহ, আমার তোমার ক্ষমার উপর আশা রয়েছে,' সেদিন আমার অবস্থা যেরকমই হোক না কেন।

আমরা বৃদ্ধ হয়ে যাই, আমাদের কেউ কেউ তরুণ বয়সে মারা যায়, কিন্তু যারা বৃদ্ধ হয়-হয়ত তারা আর হাঁটতে পারেন না, তারা আর তা করতে পারেন না যা আগে করতে পারতেন। আপনাকে আল্লাহর উপর অবিরত আশা রাখতে হবে। আপনার শরীরে যখন কষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে, আপনাকে জানতে হবে এটা হচ্ছে 'কাফফারাতু জুনুদ'। এটা আপনার করা পাপগুলোকে হ্রাস করে দেয় এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, আপনার মর্যাদা আরও উপরে উঠতে থাকে। কারণ আপনি 'সবর'(ধৈর্যধারন) করছেন! আর **'সবর' এর অনুবাদ কেবল 'ধৈর্যধারণ করা'কেই করা হয় না, (বরং বলা যায়) এটার অর্থের একটি 'বিশ্বকোষ' রয়েছে!**

আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলা আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করুন।

সুতরাং আমার ভাই ও বোনেরা, কখনো আল্লাহর ক্ষমায় আশা হারাবেন না। আমরা আল্লাহর ক্ষমায় আশা রাখবো, আমরা আশা রাখবো যে আল্লাহ আমাদের ভালবাসেন, আমরা আশা রাখবো যে তিনি আমাদের ক্ষমা করেছেন। আর এই আশা হচ্ছা আমাদের তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারার শর্ত, আমরা সেই আশা নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করব (ইনশা আল্লাহ)। আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলা আমাদের উপর সবসময় সন্তুষ্ট থাকুন, আমিন।

▪ কাথরাতুস সুজুদঃ

একইভাবে, আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- 'কাথরাতুস সুজুদ', অর্থাৎ বেশি বেশি সিজদাহ করা। রাসুল (সা) এর একজন সাহাবি ছিলেন *যিনি একসময় বলেছিলেন অথবা একটি প্রশ্ন করেছিলেন জান্নাত সম্পর্কে, তিনি এটা চাইতেন; রাসুল (সা) বলেন,

'আচ্ছা, আমাকে সাহায্য কর তোমার জন্যে এটা অর্জন করতে, প্রায়শই সিজদাহ করার মাধ্যমে, অনেকবার সিজদাহরত অবস্থায় তোমাকে পাবার মাধ্যমে। [9]

সুতরাং, ভাই ও বোনেরা, আপনারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুত হতে চান? আপনাকে সাথে কিছু নিয়ে যেতে হবে, সুবহানাআল্লাহ, কি সেটা? **'কাথরাতুস সুজুদ'**।

একজন বান্দা তাঁর সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদাহরত অবস্থায় থাকে। নবী (স) আমাদেরকে সিজদাহর সঠিক পদ্ধতির সম্পর্কে বলেছেন,

"আমি সাতটি হাড়ের (অঙ্গের) দ্বারা সিজদাহ করতে নির্দেশিত হয়েছি। এবং তিনি কপালকে নির্দেশ করলেন এবং নাককে দেখালেন। তারপর বললেন হাতের কথা,এবং হাঁটু এবং পায়ের আঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ। সুতরাং আপনার ৬ টা হল, আর এটা (কপাল/নাক) হচ্ছে সাত নাম্বার।" [10]

চলুন আমরা সিজদাহ করি, এবং সিজদাহ সময় নিয়ে করুন। কাথরাতুস সুজুদ- প্রায়ই সিজদাহ করা, শুধুমাত্র সালাতেই নয়, বরং আপনাকে এটা আরও বাড়াতে হবে। শুধুমাত্র আপনার ফরজ সালাতই নয়, আপনাকে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে থাকতে হবে- *আমি কতটুকু সুন্নত সালাত পড়েছি?* আমাদের অনেকেই ফরজ পড়ে চলে যায়, হ্যাঁ, আপনার দায়িত্ব হয়ত পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে ভাবুন, এমনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন যাতে আপনার ঝুলিতে *দেবার মত কিছু থাকে। নবী (সা) বর্ণনার মত, আপনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে প্রতীক্ষা

9

10

করছেন? আপনি জান্নাত চান? ইনশা আল্লাহ এর সৌন্দর্য তখনই উপভোগ করবেন যখন আপনি সেই সুন্দর দিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

▪ অন্যান্য উপায়সমূহঃ

আমার ভাই ও বোনেরা, আরও অনেক পথ রয়েছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জনে প্রস্তুত হবার। আপনার দয়া, তাদের নিকট পৌঁছানো যারা প্রয়োজনে আছে, আপনার ভাই ও বোনের নিকট পৌঁছানো, তারা আপনার শহরে বা এলাকায় থাকুক অথবা বিশ্বব্যাপী, যারা সংগ্রাম করছে এবং ভুগছে- তাদের নিকট পৌঁছানো, সামান্য কিছু নিয়ে যা আপনার আছে, হতে পারে আপনার দোয়া যদি আপনার বস্তুগত কিছু দেবার মত না থাকে, অথবা তাদের সাথে উত্তম কথাবার্তা, হৃদয় ভাগাভাগি করা। এসবই আল্লাহর জন্যে, আপনি সেই দিনের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকবেন যেদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবেন।

সেই বর্ণনাটির দিকে একবার লক্ষ্য করুন যেখানে রাসুল (সা) বলেছেন-

যারা, যে দুইজন একে অপরকে ভালবাসে, আল্লাহ তাআলার জন্যে, কিয়ামতের দিন তাদের বিশেষ ছায়া প্রদান করা হবে। [11]

চিন্তা করুন, আপনি দিনটির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। আচ্ছা, আমরা কেন নিজেদের বিশ্বাসী বলি? কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, পরকাল রয়েছে, আমরা আল্লাহ, ফেরেশতা, নবী-রাসুলগণ, আল্লাহর কিতাবসমূহ ইত্যাদির উপর বিশ্বাস রাখি, আমরা বিশ্বাস করি ‘ভাল-মন্দ’ আল্লাহর নিকট থেকেই আসে। হ্যাঁ, তিনি আমাদের সক্ষমতা দিয়েছেন এবং এই পৃথিবীতে আমাদের পরীক্ষা করছেন, কিন্তু তিনিই দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আল্লাহু আকবার, তিনি অনিবার্য, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানা’ওয়া’তাআলা।

আমার ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বস্তুত তিনিই আপনার পাপ ক্ষমা করবেন। আমার ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর প্রতি সচেতন হন, এই সচেতনতা বৃদ্ধি করুন, কারণ

11

সেই হচ্ছে বুদ্ধিমান যে আল্লাহর (সুবঃ) সাথে সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যে নিজেকে চিনতে পারে এবং মৃত্যুর পরের জন্যে কাজ করতে থাকে, সে শুধুমাত্র যে কাজগুলো দুনিয়ায় উপকৃত করে, সেগুলো করবে না। একজন বিশ্বাসী দুটোর জন্যই কাজ করে, দুটো বলতে আমরা যখন আল্লাহর কাছে চাই, একজন বিশ্বাসী বলবে,

"রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাউ ওয়াকিনা আজাবান নার" [12]

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ আমাদেরকে এই দুনিয়ায় উত্তম প্রদান করুন, এবং আখিরাতে উত্তম প্রদান করুন, এবং আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।" [অনুবাদ]

যার মানে, হ্যাঁ, আমরা এই দুনিয়ার জন্যে কাজ করবেন, আপনার স্বাস্থ্য, সম্পদ,পরিবার প্রভৃতির জন্যে এবং আমরা আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলব, আমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করব না এই কাজগুলোর প্রক্রিয়ার মধ্যে। জান্নাত অর্জনের একটি অংশ-আমরা জান্নাত অর্জন করতে সক্ষম হব কেবল আল্লাহর নির্দেশনাগুলো মেনে চলার মাধ্যমে, আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত করার মধ্যে।

এর মানে এই না যে, আপনি পৃথিবীর সবকিছু হতে নিজেকে সরিয়ে নিবেন, না আপনাকে পৃথিবীতে কাজ করতে হবে, আপনাকে কাজের জন্যে যেতে হবে এবং ফিরে আসতে হবে, জীবিকা অর্জনের জন্যে। যদি এই সবকিছু আল্লাহর (সুবঃ) নির্দেশনা মেনে চলার মাধ্যমে হয়ে থাকে, আপনাআপনিভাবেই আপনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিনটির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

আল্লাহ আমাদের এই ব্যাপারে সচেতন করুন। যেমনটি আমি বলছিলাম, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সে মৃত্যুর পরের জন্যে কাজ করতে থাকে এবং যার সেই বুদ্ধির অভাব রয়েছে, সে কেবল নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহর খোমার উপর আশা রাখতে থাকে। আল্লাহ (সুবঃ) আমাদের ক্ষেত্রে তা না করুক।

আমার ভাই ও বোনেরা, আমাদের সবার প্রতি আল্লাহ সুবহানা-ওয়া-তাআলার নির্দেশ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সা) কে আশীর্বাদ এবং অভিবাদন (দরুদ পাঠ করা/সালাম) প্রদান করা।

12

তিনি বলেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ[13]:

13